সংবাদ

তারিখ 19 OCT 2002
পৃষ্ঠা - ৪ কলাম ১

শামসুন্নাহার হলের ঘটনা যেন ধামাচাপা না পড়ে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে ২৩শে জুলাই গভীর রাতে যে নজিরবিহীন পুলিশি হামলার ঘটনা ঘটে, তা নিঃসন্দেহে বর্তমান সরকারের আমলে সংঘটিত সবচেয়ে ন্যক্কারজনক ঘটনাগুলোর অন্যতম। হলগেটের তালা ভেঙে গভীর রাতে পুরুষ পুলিশের হলে প্রবেশ এবং ছাত্রীদের ওপর বর্বরোচিত নির্যাতন, ছাত্রীদের টেনে-হিঁচড়ে পুলিশ ভ্যানে করে থানায় নিয়ে যাওয়া, তাদের সারারাত আটকে রাখা ইত্যাদি ঘটনার মধ্য দিয়ে অত্যন্ত ঘৃণ্য ও কলঙ্কজনক অধ্যায়ের জন্ম দেয়া হয়েছে। আইনের শাসন, সভ্যতা-মানবতা রক্ষার স্বার্থেই এ ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের শাস্তি দেয়া হবে— এটাই ছিল কাঙ্ক্ষিত; কিন্তু বাস্তবে এ চরম কলঙ্কজনক ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের আড়াল করার একটা প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে— যা খুবই দুঃখজনক।

শামসুন্নাহার হলে সংঘটিত ঘটনা তদন্তে সরকার সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারপতির নেতৃত্বে একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও পৃথক একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে; কিন্তু গভীর রাতে পুলিশি হামলার ঘটনা কোন্ কর্তাব্যক্তির নির্দেশে সংঘটিত হয়েছে, তা সরকার গঠিত তদন্ত কমিশন এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গঠিত তদন্ত কমিটি কেউই খোলাসা করে বলেননি। তবে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী উভয় তদন্ত রিপোর্টে পুলিশি হামলার ঘটনা সরকারের উপর মহলের নির্দেশে সংঘটিত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর ফলে ছাত্রী হলে পুলিশি হামলার যে নাটের গুরু, সেই নির্দেশদাতা পর্দার অন্তরালেই রয়ে গেলেন। এ হামলার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সম্পৃক্ততা সম্পর্কে দু'টি রিপোর্টে দু'ধরনের তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পেশকৃত তদন্ত রিপোর্টে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অজান্তে এবং বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সর্বোচ্চ কর্তাব্যক্তির সহায়তায় এ হামলার ঘটনা ঘটেছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ঘটনার দায়ভার থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরীকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের গঠিত তদন্ত কমিটি মুক্তি দিলেও বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন ঘটনার পরিকল্পনাকারীদের একজন হিসেবে তাকে চিহ্নিত করেছে। সঙ্গে সঙ্গে সাবেক প্রক্টর ও ঘটনার সময় শামসুন্নাহার হলে দায়িত্বরত পুলিশের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা উভয় রিপোর্টে দেখা যায়। বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে শামসুন্নাহার হলে সংঘটিত ঘটনার কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে, রাত ১২টার আগেই ছাত্রদলের নেত্রী লুসি, শান্তা ও মিনারা উপাচার্য, প্রক্টর ও উপর মহলের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করে এবং এতে সিদ্ধান্ত হয় যে, পুলিশ ছাত্রদলের নেত্রীদের প্রটেকশন দেবে। ছাত্রদলের বহিরাগত নেত্রী লুসি-শান্তা শুরু থেকে হলে চাঁদাবাজি করত এবং তারা ২৩শে জুলাই দুপুরে হলের প্রভোস্ট রুমে তালা লাগিয়ে দেয়। হাউস টিউটরদের কর্মবিরতি পালন এবং প্রভোস্ট রুমে তালা ঝুলানোতে উপাচার্যের সমর্থন ছিল। বিকেলে প্রক্টরকে দিয়ে তালা ভেঙে অধ্যাপক সুলতানা শফিকে চেয়ারে বসানো হয়, পরদিন অপসারণ করার জন্য। রিপোর্টে আরও বলা হয়, গভীর রাতে পুলিশ প্রবেশের বিষয়টি ছিল পূর্বপরিকল্পিত। ভিসি অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে উঠতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তার অনুমতি ক্রমেই প্রক্টর সহকারী প্রক্টরদের নামে সাজানো বক্তব্য পত্রিকায় পাঠিয়েছেন।

যেটুকু উদ্ঘাটিত হয়নি তা তো হয়নি; কিন্তু যেটুকু হয়েছে সে ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন? সরকারের উচিত তদন্ত কমিটির রিপোর্টগুলো প্রকাশ করা, 'অদৃশ্য শক্তিকে' খুঁজে বের করা, দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা। ভিসি-প্রক্টরের পদত্যাগ ঘটনার তাৎক্ষণিক ফলাফল মাত্র, কিন্তু পদত্যাগই যেন তাদের শেষ বিচার না হয়। সহকারী প্রক্টরবৃন্দ, হাউস টিউটরসহ ছাত্রদলের যেসব নেতানেত্রী ওই ঘটনার ইন্ধন যুগিয়েছে, তারা কি পার পেয়ে যাবে?

চূড়ান্ত বিচারে শামসুন্নাহার হলে সংঘটিত ঘটনার দায়ভার বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, পুলিশ কর্তৃপক্ষ ও সরকারের ওপরই বর্তায়। সরকারের উচিত, ঘটনার সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।